শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ধ্যান, বন্দনা স্তব ও প্রনাম মন্ত্রঃ

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ধ্যান মন্ত্রঃ-

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং লোকনাথং , ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকম্।১
ত্রিধামাত্রা স্বপ্রকাশং , পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপকম্।।২
আজানু লম্বিত পাণিং(ভূজং), অঙ্গেষু(চ) অরুণপ্রভাং।৩
অজিনশ্চ কৃত্তি আরূঢ়াং,দণ্ড কমণ্ডুলু সুশোভিতম্।৪
পাদুকাংশ্চ আচমনীয়ং পাত্রং, সন্নিধানে সুরক্ষিতং।৫
মানসঃমুদ্রা ধৃতং নিত্যং, ব্রহ্মঃলীন যোগাবিষ্টং।।৬
শ্বেতোম্বর আবৃতকায়ং(কায়ার্ধ), ক্ষণে বাপি পীতাম্বরম্।৭
অঙ্ক আবৃত কটি কেবলং, যথা তুল্য শিবশঙ্করম্।।৮
আশুতোষঃ ভাবগ্রাহী, জটাজুট সমন্বিতম্।৯
সমাধিস্থতঃ যুগ্মকপর্দ, ব্রহ্মযোনি সদাবৃতম্।।১০
যোগীরূপং জগদগুরুং, ত্রিকালজ্ঞ সুরেশ্বরম্।১১
পুরুষং প্রকৃতিঞ্চৈব, স্থুলে সুক্ষ্মে বিরাজিতম্।।১২
কুটস্থে গুপ্ত গন্ধ তিলকং ,কৃপাদৃষ্টি প্রক্ষেপিতং।১৩
স্মরণ্ মাত্র তেনে দেহী,ভক্তস্য বিঘ্ন ভয়াপহম্।।১৪
তাপনাশং ভয়হরং, বিপদ বিঘ্নান বিনাশিনে।১৫
প্রণত পালয় সুক্ষ্মাস্ত্বং, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারিণে।।১৬
গণেশ আদিত্যং বিষ্ণুং, শিব দুর্গা পুরুষোত্তমম্।১৭
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি, ত্বংহি ভূমা ভূমঃ~বিগ্রহম্।।১৮
পরমঃ পরমেষ্ঠি চ, পরাপর গুরোরূপং।১৯
সৎ~চিৎ~আনন্দ স্বরূপায়, পুর্ণব্রহ্ম~রূপ স্বয়ং।।২০
বিশ্বহিতে অবতীর্ণং, পরমাত্মা সনাতনম্।২১
শরণাগতস্য আবাহনং তেনে, শ্রী লোকনাথঃ ত্রাণকারকম্।।২২
ওঁ নমো ভগবতে সর্ব্বদেবে-দেবী স্বরূপায়
শ্রীশ্রী লোকনাথঃ ব্রহ্মচারিণে নমো নমঃ।।
©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ"

ধ্যান-স্তবটির সরলার্থ ও টীকা-টিপ্পনীঃ-
(১)ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মারূপী লোকনাথকে নিত্য ধ্যান করি। (২)ত্রিধামাত্রা=অ-উ-ম/বীজ-শক্তি-কীলক/স্বাহা-স্বধা-সম্বিৎ বা স্বয়ম্ভূ পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব অর্থাৎ নিজে করুণারবশে স্বয়ং প্রকাশ না করলে কেউ বুঝতে পারে না।©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ"। (৩) আজানু = হাটু পর্যন্ত প্রলম্বিত , পাণি = হাত , অঙ্গেষু (চ) অরুণ প্রভাম্ = দেহের মধ্যে যেন সূর্য্য- কিরণের প্রভা , (৪) অজিন = মৃগ-চর্ম , কৃত্তি= বাঘের চামড়া , আরূঢ়া=উপবিষ্ট ও দণ্ড-কমণ্ডুল সহকারে দৃশ্যমান (৫)পাদূকাদ্বয় ও আচমনীয় পাত্রটি নিকটে রাখা হয়েছে। (৬) সর্বদা করতলে-করতল রেখে ব্রহ্ম ও যোগ-ভাবে নিবিষ্ট আছো।।(৭)কখনো বা শ্বেতবস্ত্রে দেহের অর্ধাংশ আবার কখনো রক্তাভহলুদ অম্বরে= পরিধেয় বস্ত্রে।©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ"। (৮) কোমড়ের কেবল নিম্নাংশটুকু এমনভাবে আবৃত যেন শিবের সাথে তুলনীয়। (৯)আশুতোষ=দেবাদিদেব শিব খুব অল্পেই সন্তুষ্ট হন বলেই তিনি আশুতোষ ; তুমি জটা-জুট সহকারে সেই প্রকারের ভাবসমন্বিত (১০) সমাধি = ধ্যানমগ্ন বাহ্যজ্ঞান-

শুণ্য ভাব , যুগ্ম কপর্দ = তোমার ব্রহ্মতালুর উপরে কখনোবা এক ঝুঁটি আবার কখনোবা একজোড়া জটা-ঝুঁটি {= যুগ্ম কপর্দ } দ্বারা ব্রহ্মতালু সদাবৃত। ©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ"। (১১) তুমি যোগীরূপে জগদগুরু , ভূত-অতীত এবং ভবিষ্যৎ জান বলে = ত্রিকালজ্ঞ,সুরেশ্বর=দেবতাদের ঈশ্বর,(১২)তুমি পুরুষ আবার তুমি আদ্যাশক্তিরূপে [জয় মা লোকনাথ] ভক্তমনের গোচরে বা অগোচরে সূক্ষ্মভাবে ও স্থূলভাবে { ত্রাণকর্তারূপে অহেতুকী করুণায় ধ্যানমগ্ন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দাবানল(বনের আগুন)থেকে উদ্ধার করলে (১৩)তোমার কপালে কখনোবা জলদ্বারা গুপ্ত তিলক, আবার যেন চন্দন-কুঙ্কুমাদির তিলক, কুটস্থ= ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ , কিন্তু তোমার অন্তর্যামজ দৃষ্টি= কৃপা-করুণার আশীর্ব্বাদ দ্বারা ও (১৩,১৪) তোমার নাম স্মরণকারীর কাতর আহবানমাত্র তাদের সকল ভয়-বিঘ্ন-বিপদ নিবারনে স্থূল দেহ ছেড়ে সুক্ষ্মদেহে=দেহীরূপে (১৫,১৬)সেই প্রকারে ক্লেশাদি=তাপাদি বিনাশ কর ও প্রণতগণকে=শরণাগতদের পালন কর। ©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ" (১৭) তুমি বিঘ্ননাশক-গণপতি ; পাপনাশক-আরোগ্যদাতা সূর্য; মুক্তিদাতা ও বিপদবারণ মধুসূদন বিষ্ণু [ফাঁসীর আসামী ডেঙ্গুকে এবং দাবানল থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে.......বিপদ হতে উদ্ধার] ,শিবরূপে ত্রৈলঙ্গ স্বামীতে লয় , তুমি যে মহামৃত্যুঞ্জয় অনেকে ভক্তজনের নিকটে ; মাতৃভাব (=দুর্গা):- গোয়ালিনী মাকে কালীরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন-দান, পুরুষোত্তমঃ-বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সর্ব্বৈ দেবদেবীরূপে প্রকাশ {বাবার সর্ব্বাঙ্গে ও পোশাক-পরিচ্ছেদে সমস্ত কক্ষটিই যেন সর্বপ্রকার দেব-দেবীতে পূর্ণ} (১৮-২০) তুমি ভূমাপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছো , তুমি স্থাবর তীর্থ- -- তুমি জঙ্গম তীর্থ , তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকল্পে যথাক্রমে উপাধ্যায় গুরু, কুল গুরু , মন্ত্র গুরু, সিদ্ধ গুরু , সন্ন্যাস গুরু এবং ধর্মীয় জাত-পাতের গণ্ডী ছেড়ে সকলের নিকটে "ব্রহ্মভূত"পুরুষরূপে পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশে আনন্দময় মূর্ত --বিগ্রহ (২১) হে পরমাত্মা সনাতন পুরুষ , তুমি বিশ্বের (হিত) অর্থাৎ কল্যাণের জন্য , মঙ্গল সাধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে (২২)তাই শরণাগত ভক্তজনের আকুতি--"হে বাবা লোকনাথ"!©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ"। তুমি ত্রাণকারীরূপে আমাদের উদ্ধার করো। অতএব ,ভগবত শাস্ত্রসম্মত সকল প্রকারের দেব-দেবী স্বরূপে নতমস্তকে তোমাকে প্রণাম করি।

লোকনাথ ভক্তসমীপে প্রার্থনা,ধ্যান-স্তবটিতে ভাব-ভক্তিটাই আসল বিচার্য।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার বন্দনা স্তবঃ-

বন্দে সার্ব্বপূজ্যান্ ব্রহ্মভূতং কল্পতরু ভাবভাষিতম।
বন্দে দণ্ড কমণ্ডলু ধৃতং ঋষিবপু শিবাম্বরম্।।
পরম পরমেষ্ঠি চ পরাপরানাং গুর্বাদিমান্যং।
যৎকৃপা তুল্যাতীতংবাপি অবাঙ্মানস-হগোচরম।।
জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্য হধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া অন্তর্য্যামিনে শ্রীলোকনাথঃ হৃদস্থিতিনে,
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।

বাবা লোকনাথ প্রনাম মন্ত্রঃ-

ওঁম যোগীন্দ্রায় নমস্তুভ্যং ত্যাগীস্বরায় বৈ নমঃ
ভুমানন্দ স্বরূপায় লোকনাথায় নমো নমঃ,
নমামি বারদীচন্দ্রং নন্দন কাননস্মেরং হরমি ।
নমামি ত্রিলোকনাথাং লোকনাথাং কল্পতরুম
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারনত্রয়হেতবে ।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্তং পরমেশ্বরঃ
নমস্তে গুরুরূপায় নমস্তে ত্রীকাল দর্শিনে

নমস্তে শিবরূপায় ব্রহ্মাত্মনে নমো নমঃ

জয় বাবা লোকনাথ ,
জয় মা লোকনাথ,
জয় শিব লোকনাথ ,
জয় ব্রহ্ম লোকনাথ,
জয় গুরু লোকনাথ।
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ

Published on: Jan, 14 2023 12:24